ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-২৮২৫</u>
আগরতলা, ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৯

<u>আগরতলায় ৫ দিনের এন এস এস উৎসব শুরু</u>
প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সেবামূলক মানসিকতা থাকা প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নেশামুক্ত এবং প্লাষ্টিকমুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে পাঁচদিনব্যাপী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এন এস এস উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সম্প্রতি এন ই সি বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগমুক্ত করার সংকল্প নিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই সংকল্প বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির এন এস এসের স্বেচ্ছাসেবকদেরও এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতকে প্লাষ্টিকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্লাষ্টিক বর্জন করার উপর সচেতনতা বাড়াতে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এন এস এস সবসময় সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করে থাকে। দেশে বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এন এস এসের স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই ধরণের সেবামূলক মানসিকতা থাকা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠির আলাদা আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দিয়ে একসূত্রে গাঁথার উদ্যোগ নিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের ভবিষ্যত যুব সমাজকে নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করতে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।

*****২য় পাতায়*

(২)

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, দেশ ও সমাজ গঠনে যুবক-যুবতীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এন এস এস উৎসব অন্যতম ভূমিকা নেবে। কারণ এই উৎসব হল সংস্কৃতি ও সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন। এই উৎসবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটবে। তিনি আরও বলেন, ছাত্র যুবকদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যেও এন এস এস নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। রাজ্যে প্রায় ৩২ হাজার এন এস এস স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। রাজ্যে রক্তের চাহিদা মেটাতেও এন এস এস রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে। যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আগামী দিনেও এন এস এস সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে মন্ত্রী শ্রীদেব আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে এন এস এসের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা দীপক কুমার বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুব উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা যাতে একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে। কারণ উত্তর-পুর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে। এবারের ৫ দিনব্যাপী এই উৎসবে যুবক যুবতীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, এইডস রোগ বিষয়ে সচেতনতা, রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সংঘটিত হবে। এন এস এস উৎসবে ৮টি রাজ্যের যুবক-যুবতী ও এন এস এসের প্রোগ্রাম অফিসার সহ মোট ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে। এরমধ্যে ত্রিপুরার প্রতিনিধি রয়েছে ৬০ জন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য এন এস এস শাখার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু চৌধুরী। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিষ বসু।

*****